সমকাল

তারিখ ... 01 MAY 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭

প্রশ্নপত্র ফাঁসের উৎসব!

রৌকনুজ্জামান রাকিব

আমরা উৎসবপ্রিয় বাঙালি জাতি। কোথাও কোনো উপলক্ষের সন্ধান পেলে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে আবেগাপ্লুত হয়ে রাস্তায় নামি। মহাসমারোহে পহেলা বৈশাখ উদযাপন, স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করি। এত সব উৎসবের ভিড়েও আমরা আরেক নোংরা উৎসবে মেতে উঠছি? প্রশ্ন ফাঁসের এ মহোৎসব তো ভালো লক্ষণ নয়! পিএসসি (সরকারি কর্মকমিশন) থেকে জেএসসি পর্যন্ত সব পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবরে আমরা আঁতকে উঠি। ২০১২ সালের এপ্রিল থেকে চলতি বছরের এ সময় পর্যন্ত প্রায় ১৩টি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবর থেকে জানা গেছে। গত ১৩ এপ্রিল রোববার দেশের শীর্ষ একটি জাতীয় দৈনিকের খবর ছিল- ফটোকপির সাথে প্রায় মিলে গেল প্রশ্নপত্র'। এটি ছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইংরেজি (সম্মান দ্বিতীয় বর্ষ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা। এ ছাড়া কিছুদিন আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর শোনা গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে হতাশাব্যঞ্জক হলো স্কুল-কলেজের বোর্ড পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, স্কুল-কলেজের আলোকশিয়াসী প্রাণচঞ্চল শিক্ষার্থীদের মনে ঢুকে গেছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ভূত। এতে আরও পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, অভিভাবকরাও এর পেছনে হরহামেশা ছুটে বেড়াচ্ছেন।

এইচএসসি ঢাকা বোর্ডের ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের প্রশ্ন ফাঁস হওয়ায় পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। এতে লাখো শিক্ষার্থীর ভোগান্তির বিষয়টি নিশ্চয়ই আমরা সচেতন সাধারণ মানুষ ভুলতে পারছি না। যারা আমাদেরই সন্তান, ভাইবোন। আমরা তাদের কোথায় ঠেলে দিচ্ছি?

আমাদের কি নৈতিক মূল্যবোধ বা সামাজিক কোনো দায়বদ্ধতা নেই? কেননা অন্যায় যে করে এবং অন্যায় যে সহে বা লালন করে- উভয়েই সমান অপরাধী। এ জন্য সবার আগে অভিভাবকদের মানসিকতার পরিবর্তন সবচেয়ে জরুরি। আমাদের দেশের অভিভাবকরা শুধু রেজাল্ট বা ফলাফলের ভিত্তিতেই একজন শিক্ষার্থীর মেধা বা সক্ষমতা যাচাই করেন। আর গতানুগতিক শিক্ষা কার্যক্রমেও এ বিষয়টি একটি বদ্ধমূল ধারণায় পরিণত হয়েছে। যার কারণে এখনকার দিনে একজন শিক্ষার্থীকে ডজনখানেক প্রাইভেট মাস্টার রেখে দিয়ে বা কোনো করপোরেট একাডেমিক কোচিংয়ে ভর্তি করিয়ে দিয়ে বলা হয়- যেভাবেই হোক এ গ্রাস পাওয়া চাই। বৈতরণী পার হওয়া চাই। যেভাবেই হোক দরজা দিয়ে না হয় দেয়াল টপকে (চুরিবিদ্যা শিখে)। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতা বা মেধা ও মননশীলতার বিকাশ না ঘটিয়েই বিদ্যা গেলানো হয়। আমাদের সন্তান প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হলো কিনা তা আমাদের কাছে গৌণ বিষয়।

যাই হোক না কেন, একটি সুষ্ঠু ও গঠনমূলক সমাজ গঠনে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। বিশেষ করে আমাদের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জন্য এটা আরও জরুরি। শুধু অভিভাবকদের মানসিকতা পরিবর্তন নয়, সরকারি নীতি-কাঠামোতেও পরিবর্তন ও স্বচ্ছতা থাকা জরুরি। প্রশ্নপত্র ফাঁস বা কোচিং বাণিজ্য বন্ধে সরকারকেই সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে। এতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তি, সুষ্ঠু তদন্তসহ অন্যান্য পদক্ষেপ সরকারকেই নিতে হবে। কেননা, শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে বর্তমান সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষা এবং এ খাতটি দুর্নীতিগ্রস্ত হলে আমরা কোথায় যাব?

প্রশ্নপত্র ফাঁস কিংবা বিদ্যা গেলানোর দুর্বৃত্তায়ন থেকে বের হতে আমাদেরই প্রয়াস চালাতে হবে।

○ শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
rakibdu789@gmail.com